(1)

Q:- কান্ট তাঁর দেশ ও কালের ধারণার অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় কীভাবে দেখান যে দেশ ও কাল অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, পূর্বতঃসিদ্ধ? 'দেশ হল সংবেদন শক্তির আকার' — ব্যাখ্যা কর। 12+3 = 15

Ans:- Critique of Pure Reason বা শুদ্ধবুদ্ধির বিচার গ্রন্থে কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানকে সম্ভব বললেও (যেমন গণিতের সব জ্ঞান এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়মবাচক জ্ঞান একজাতীয়) সেখানে তাঁর মুখ্য জ্ঞাতব্য হল, এমন জ্ঞান কীভাবে সম্ভব? জ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা কান্টের এখানে লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল, জ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এটাই প্রতিপাদন করা যে, আমাদের জ্ঞানক্রিয়া একই সঙ্গে যেমন ইন্দ্রিয়ানুভবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তেমনি আবার মন-সঞ্জাত কতকগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার ও প্রকারের মাধ্যমে তাদের সুনির্বাচন ও অর্থ প্রদান করতে পারে। জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রথম দিকটির জন্য জ্ঞান হয় তথ্যবাচক অর্থাৎ সংশ্লেষক, দ্বিতীয় দিকটির জন্য জ্ঞান হয় সার্বিক ও অনিবার্য অর্থাৎ পূর্বতঃসিদ্ধ। বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

Transcendental Aesthetics - এর সূচনায় কান্ট বলেন, "একটি মাত্র পথে আমাদের জ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারে। এবং তা হল অনুভব (Intuition)। উল্লেখ্য যে, 'অনুভব' শব্দটিকে কান্ট কখনো 'অনুভব-ক্রিয়া' (Act of Intuiting) আবার কখনো 'অনুভূত বিষয়' অর্থাৎ সংবেদন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এখানে অবশ্য প্রথম অর্থে, 'অনুভব-ক্রিয়া' অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। মনের যে শক্তি বিষয়কে গ্রহণ করে কান্ট তাকে বলেছেন সংবেদনশক্তি (Sensiblity)। এই সংবেদনশক্তির জন্য বিষয় আমাদের কাছে প্রদত্ত হয়, বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব হয়। সংবেদন শক্তির জন্য আমাদের যে অনুভব, অর্থাৎ মানব-অনুভব, কান্ট তাকে বলেছেন 'সংবেদন' (Sensation)। কান্ট এখানে অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল বক্তব্যকে স্বীকার করে বলেন, অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সংবেদন না হলে যথার্থজ্ঞান সম্ভব নয়। বিষয়জ্ঞান হতে গেলে, ইন্দ্রিয়-অনুভবের মাধ্যমে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তির যোগসাধন প্রয়োজনীয়।

তবে, সংবেদন জন্য আমাদের যে অনুভব তাতে বহিঃস্থ বস্তুর (যা আমাদের দেহে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সংবেদনের কারণ হয়) স্ব-স্বরূপ জানা যায় না, যা জানা যায় তা হল অবভাস (Appearance), আমাদের সংবেদনশক্তির আকারে আকারিত অবভাসিত রূপ। অবভাসের দুটি দিক থাকে — উপাদান (Matter) ও আকার (Form), অবভাসের মধ্যে যা

সংবেদনের অনুরূপ তাই হল উপাদান আর যা অবভাসিতে উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত ও সম্বদ্ধ করে তাই হল আকার।

কান্ট আমাদের সংবেদন শক্তির দুটি আকারের দেশের এবং কালের দুটি আকারের — যাদের তিনি শুদ্ধ অনুভব বলেছেন — উল্লেখ করেছেন। যে আকার সংবেদনজন্য অনুভব থেকে আসে না, কিন্তু যে আকারে আকারিত না হলে কোনো অনুভূত উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হতে পারে না, কান্ট সেই আকারকেই 'শুদ্ধ অনুভব' বলেছেন। যদি আমরা কোন প্রতিভাত বস্তু অর্থাৎ প্রতিভাস থেকে একে একে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত তার বৈশিষ্ট্যগুলি — দ্রব্যত্ব, গতি, বিভাজ্যতা ইত্যাদি এবং সংবেদনজন্য বৈশিষ্ট্যগুলি — অভেদ্যতা, কাঠিন্য, বর্ণ ইত্যাদি, অপসারিত করি, তথাপি সেই অনুভূত প্রতিভাসে কিছু অবশিষ্ট থাকে, যথা — বিস্তার (extension) এবং আকার। এই অবশিষ্ট বিষয়গুলি হল শুদ্ধ অনুভবের বিষয় যা সংবেদন শক্তির পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে মনে অবস্থান করে। সংবেদন শক্তির এমন দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার বা শুদ্ধ অনুভব হল দেশ এবং কাল।

দেশ এবং কাল, কান্টের মতে, মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নয়, সম্বন্ধ নয়, বস্তুধর্ম নয়, বস্তু সম্বন্ধ নয় — দেশ ও কাল হল অনুভবের দুটি আকার (two forms of Intuition), যাদের অবস্থান আমাদের মনে, ইন্দ্রিয়ানুভবের আগেই যা আমাদের মধ্যে অবস্থান করে। দেশ ও কালের আকারে আকারিত না হলে কোনো ইন্দ্রিয়-সংবেদন আমাদের কাছে অনুভূত হতে পারে না। কান্টের এদুটি আকার হল পূর্বতঃসিদ্ধ — অনুভব মাত্রেরই আবশ্যিক শর্ত। দেশ ও কাল অনুভবের প্রাকসিদ্ধ আকার হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। 'দেশ'কে কান্ট বাহ্য অনুভবের আকার' এবং 'কালকে' 'অন্তর অনুভবের আকার' বলেছেন। বাহ্যজগতের বস্তু মাত্রই দেশের আকারে — উপরে-নীচে, নিকটে-দূরে, এই প্রকার দৈশিক সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। পক্ষান্তরে, মানসিক অবস্থান্তর মাত্রই কালের আকারে — একসঙ্গে, আগে-পরে, এই প্রকার কালিক সম্বন্ধের মাধ্যমে আমাদের কাছে অবভাসিত হয়। তবে, বাহ্য জগতের রূপান্তর ও পরিবর্তনও কালিক আকারে — আগে-পরে, এভাবে, আমাদের কাছে আভাসিত হয়।

কাজেই, কান্টের মতে, দেশকে কেবল বাহ্য অনুভবের পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে গণ্য করা গেলেও কালকে আন্তর এবং বাহ্য অনুভবের পূর্বতসিদ্ধ আকাররূপে গণ্য করাই সমীচীন ॥